স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী অপশক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণা করেছে। দেশের মাটি থেকে এদের নির্মূল করা না ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশিষ্টজনরা।

তারা বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী হেফাজতিরা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী কর জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি সাম্প্র উত্থান ঠেকানো না গেলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আরও বিকৃত হবে। এজন্য তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত দেয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন তারা।

এক মার্চ থেকে শুরু হয়েছে বর্ষব্যাপী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। সোমবার একাত্তরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ‘মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সংরক্ষণ ও বিকাশ: সরকার শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আকম ‘ইতিহাসে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাথার পাশাপাশি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের সমানভাবে থাকতে হবে। সকল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করার পা মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাথা এবং ৫০ নম্বর থাকতে হবে প্রতিপক্ষের ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের ভয়াবহ তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারবে তারা কোন পক্ষে থাকবে। বিসিএস-এর প্রশ্নপত্রে মুক্তিযুদ্ধের প্র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক করতে হবে একথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মা শ্রেণীকক্ষে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে। শুধু আইন নয়, হবে। এক্ষেত্রে নির্মূল কমিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা এ বিষয়ে অনেক প্রকাশন

তরুণ প্রজন্মের জানা উচিত যে, স্বাধীনতাযুদ্ধ সার্বিকভাবে জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও একথা উল্লেখ করে মোজাম্মেল বলেন, কিন্তু এখনও আমরা পরিপূর্ণভাবে এ লক্ষ্য অর্জন ক সাম্প্রদায়িকতার বীজ মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারীরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্মূল কমিটি সৃষ্টি হয়েছিল।

সভাপতির বক্তব্যে শাহরিয়ার কবির বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের অনন্য সাধারণ বিষয়েও বলা প্রয়োজন। বিশেষভাবে যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির পিতার আদর্শের সঙ্গে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছেÑ গত ৫০ বছরে অধিকাংশ সময় এ দেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির দ্বারা। এই অপশক্তি ক্ষমতা ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী রা

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচার করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিনষ্ট ইতিহাস বহুলাংশে পুনরুদ্ধার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হলেও এখনও আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধার করতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনন্যসাধারণ ইতিহাস এব বহির্বিশ্বে নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার জন্য বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়ে শ

শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, মাদ্রাসায় এবং অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০ নম্বরের মুক্তি
বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারা আমাদেরই সন্তান। আমরা এভাবে মাদ্রা
জিম্মি হতে দিতে পারি না। স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী হেফাজতিরা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী যুগো
মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

লেঃ কর্নেল (অব) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক বলেন, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আমরা
তুলে দিতে পেরেছি কিনা, তা দেখতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের কবর অনেক জায়গায় হারিয়ে গেছে।
দরকার। ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্তকরণের কাজসহ আরও অনেক কাজ চলছে। ি
পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি, লেখক গবেষক মফিদুল হক বলেন, উচ্চপর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বা
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সভায় বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের প্রতিনিধিরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও
স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীকে বিশেষভাবে উ
বক্তারা বলেন, কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হারাম বলে ফতোয়া দেয়া হচ্ছে, অধিক
ওড়ানো হয় না। সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং জাতীয় পতা
জন্য বক্তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনায় আরো অংশ নেন নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ আ
ভাষাসংগ্রামী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি, নির্মূল কমিটির সহসভা
অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট ও গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক লেখক মারুফ রসুল ও নির্মূল ক
মুকুল।